দৈনিক জনকণ্ঠ

JUN. 16 2002

বাংলাবাজারে এখন চলছে বই নকলের হিড়িক, গড়ে উঠেছে জালিয়াত চক্র

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ॥ বাংলাবাজারে এখন চলছে বই নকলের হিড়িক। এক প্রকাশকের বই অন্য প্রকাশক বেমালুম নকল করে বাজারে ছাড়ছে। পপি লাইব্রেরির তৈরি মাধ্যমিক রচনা শিক্ষা গাইড নকল করে হাসান বুক ডিপো বাজারে ছেড়েছে। হাসান বুক ডিপো নকল করলেও রিফাত বুকস এ্যান্ড বুক নামে একটি মনগড়া প্রকাশনার নাম দিয়েছে। বইপাড়ায় বিষয়টি নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। এর আগে নকল হয়েছে তরঙ্গ প্রকাশনীর নজরুল গাইড, এ্যাডভান্স প্রকাশনীর ইংলিশ গ্রামার, চৌধুরী এ্যান্ড হোসাইনের মডেল কোশ্চেন বই। হুবহু নকল বই বাজারে থাকায় প্রতারিত হচ্ছে শিক্ষার্থীরা, আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আসল বইয়ের প্রকাশক।

জানা যায়, বাংলাবাজারে গড়ে উঠেছে বই নকলের জালিয়াত চক্র। যে গাইডের কাটতি বেশি সেটি নকল করে ভিন্ন নামে বাজারে ছাড়া হচ্ছে। এবার নকল হয়েছে পপি লাইব্রেরির মাধ্যমিক রচনা শিক্ষা বইটি। এটি হুবহু নকল করে বাজারজাত করেছে হাসান বুক ডিপো। তবে বইয়ের নাম পাল্টে রাখা হয়েছে নিম্ন মাধ্যমিক বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা। আর পরিবেশক হিসাবে কাল্পনিক নাম দেয়া হয়েছে 'রিফাত বুকস এন্ড বুক'। পপি লাইব্রেরির রচনা বইটির লেখক অধ্যক্ষ আব্দুল মজিদের নামটি পর্যন্ত চুরি করে হাসান বুক ডিপো ব্যবহার করেছে। আসল ও নকল বই দু'টি বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, পপি লাইব্রেরির প্রকাশিত গাইডের ৬৩টি রচনা হুবহু কপিরাইট করা হয়েছে। এ ছাড়া ভাব সম্প্রসারণ, সারাংশ, বাংলা অনুবাদ ও চিঠিপত্র সবই নকল করা হয়েছে। দাঁড়ি, কমা, বাক্য, প্যারা সবই বহাল রাখা হয়েছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, পপি লাইব্রেরির বইটির দাম লেখা আছে ৯২ টাকা– যা ছাত্রছাত্রীরা ৪৫ থেকে ৫০ টাকায় কিনতে পারে। কিন্তু হাসান বুক ডিপোর নকল করা বইটির দাম লেখা আছে ১২০ টাকা এবং এর খুচরা মূল্য ১০০ টাকা।

জানা যায়, খুলনা বিভাগের ১০ জেলায় হাসান বুক ডিপোর নকল করা বইয়ে সয়লাব হয়ে গেছে। প্রায় ২৫ হাজার কপি নকল বই গছিয়ে দেয়া হয়েছে এ অঞ্চলে। যশোর ও খুলনার স্থানীয় পত্রপত্রিকায় বিষয়টি নিয়ে রিপোর্ট হয়েছে। একশ্রেণীর শিক্ষক ও শিক্ষক সমিতিকে উৎকোচ দিয়ে নকল বই গছিয়ে দেয়ার কাজটি করেছে হাসান বুক ডিপো। মজার ব্যাপার হচ্ছে ঢাকা ও খুলনায় হাসান বুক ডিপোর রয়েছে ডজনখানেক স্বনামে ও বেনামে প্রকাশনা সংস্থা।

বই জালিয়াতি সম্পর্কে হাসান বুক ডিপোর স্বত্বাধিকারী আবুল কাসেম সরকার বলেন, পপির গাইডের সঙ্গে কিভাবে তাদের প্রকাশিত গাইড হুবহু মিলে গেছে তা তিনি জানেন না। এ ব্যাপারে কিছু বলতে তিনি অপারগতা প্রকাশ করেন এবং এ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব না দিয়ে তিনি চুপ থাকেন।

পপি লাইব্রেরির ম্যানেজার আব্দুর রহিম বলেন, তাদের গাইড হাসান বুক ডিপো নকল করলেও কোন ব্যবস্থা তারা নেননি। পপির স্বত্বাধিকারী ঢাকায় ফিরলে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে বলে তিনি জানান। আব্দুর রহিম বলেন, পপির রচনা শিক্ষা ছাত্রছাত্রীদের কাছে জনপ্রিয় হওয়ায় তা নকল করে বাজারে ছেড়েছে হাসান বুক ডিপো।